দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 09 SEP 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

ভিসি নিয়োগ ইস্যু

ঢাবির শিক্ষক রাজনীতিতে নয়া মেরুকরণ

■ ঢাবি সংবাদদাতা

উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষক রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে গৃহীত সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে রাষ্ট্রপতি প্যানেলের বাইরে অন্য একজনকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়ায় সরকার সমর্থক অনেক শিক্ষক এই নিয়োগের বিরোধিতা করছেন। তাদের দাবি, এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশের লঙ্ঘন হয়েছে। এছাড়া উপাচার্য প্যানেল নিয়ে করা একটি রিট আদালতে বিচারাধীন থাকা অবস্থায় নতুন উপাচার্য নিয়োগ দেওয়ায় ক্ষোভ বিরাজ করছে তাদের মাঝে। অন্যদিকে সরকার সমর্থক শিক্ষকদের অপর একটি অংশ নতুন ভিসির নিয়োগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্যরা উপাচার্য নিয়োগের বিরোধিতা করে বিবৃতি দিয়েছেন। পদত্যাগ করার হুমকি দিয়েছেন ১১টি হলের প্রাধ্যক্ষ ও প্রক্টরিয়াল বডি। জরুরি মিটিং আহ্বান করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। তবে ঈদের বন্ধ শেষে বিশ্ববিদ্যালয় খুললে উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাস আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে বলে মনে পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

ঢাবির শিক্ষক রাজনীতিতে

২০ পৃষ্ঠার পর

করছেন সংশ্লিষ্টরা।

জানা গেছে, নতুন উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে দৃশ্যত দুই মেরুতে অবস্থান করছে সরকার সমর্থক আওয়ামী লীগ-বামপন্থী শিক্ষকদের প্যানেল নীল দল। নীল দলের শিক্ষকদের একাংশ যোগ দিয়েছেন নয়া ভিসি অধ্যাপক আখতারুজ্জামানের সঙ্গে। অন্যদিকে নীল দলের আহ্বায়কসহ অপর একটি অংশ নতুন উপাচার্য বিরোধী শিবিরে রয়েছেন।

শিক্ষকদের একাংশ বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের জন্য নির্ধারিত ৭৩'এর আদেশের ১১(১) ও ১১(২) ধারা মানা হয়নি। ১১(১) ধারায় বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা তিন সদস্যের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করবে এবং সেই তিনজনের মধ্য থেকে যে কাউকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দিবেন আচার্য (রাষ্ট্রপতি)। আর ১১(২) ধারায় বলা হয়েছে, অসুস্থতা, পদত্যাগ বা অন্য কোন কারণে উপাচার্যের পদ শূন্য হলে জরুরি অবস্থায় আচার্য একজনকে সাময়িক দায়িত্ব দিতে পারেন।

এদিকে আদেশ অনুযায়ী উপাচার্য নিয়োগের উদ্দেশ্যে গত ২৯ জুলাই সিনেটের বিশেষ সভায় তিন সদস্যের প্যানেল মনোনয়ন করা হয়। তখন এ সভা আহ্বানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে রিট করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ জন শিক্ষক। পরে রিটের শুনানিতে বলা হয়, আগামী ৩ অক্টোবর পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে এবং এ সময়ে অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাবেন।

গত ৪ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামানকে ঢাবির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে ৫ সেপ্টেম্বর নিয়োগের বিরোধিতা করে ৩৩জন সিনেট সদস্য একটি বিবৃতি দেন। এতে উল্লেখ করা হয়, 'সিনেটে গৃহীত সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে প্যানেলের বাইরে উপাচার্য নিয়োগের বিষয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ-১৯৭৩ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এর মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ওপর আঘাত ও সিনেটকে অকার্যকর করার নানামুখী ষড়যন্ত্রের পথ সুগম হয়েছে।'

এ নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশ লঙ্ঘিত হয়েছে কিনা জানতে চাইলে অধ্যাপক মোঃ আখতারুজ্জামান বলেন, উপাচার্য নিয়োগ করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। তবে আগের উপাচার্য নিয়োগ যেভাবে হয়েছিল এখনও সেভাবেই হয়েছে। অধ্যাদেশ লঙ্ঘন করা হয়েছে কি না এ বিষয়ে আমি ভাল বলতে পারব না। এ সম্পর্কে আইনি ব্যাখ্যা আছে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিরা এ সম্পর্কে ভাল বলতে পারবেন।

জানা গেছে, নতুন উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গণমাধ্যমকে দেওয়া বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রথমে বলেছিলেন যে তিনি আদালতের নির্দেশের বিষয়ে কিছু জানতেন না। পরবর্তীতে আবার বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ আইন অনুযায়ীই হয়েছে। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি হলের প্রাধ্যক্ষ এবং প্রক্টর বডি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন। এতে আবাসিক হল এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে ভঙ্গুর অবস্থা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। পরবর্তীতে বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক তাদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ না করে বর্তমান উপাচার্যের সঙ্গে কাজ করতে নির্দেশ দেন। এরই প্রেক্ষিতে গত ৮ সেপ্টেম্বর নতুন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হলের প্রাধ্যক্ষদের নিয়ে জরুরি মিটিং করেন।